ভোরের কাগজ

12 APR 20 3

বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা গতকাল সফররত শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গার সঙ্গে নগরীর সোনারগাঁও হোটেল স্যুটে সাক্ষাৎ করেন -ভোরের কাগজ

চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গার সঙ্গে শেখ হাসিনার সৌজন্য সাক্ষাৎ

সার্কের ভূমিকা আরো জোরদার করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ

কাগজ প্রতিবেদক : আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সফররত শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গার সঙ্গে গতকাল সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় দুনেত্রী দুদেশের পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সন্ত্রাস নির্মূলসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় দুনেত্রী সার্কের ভূমিকাকে আরো জোরদার করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন।

হোটেল সোনারগাঁওয়ে গতকাল বিকালে শেখ হাসিনা শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার হোটেল সুইটে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। প্রায় ৪৫ মিনিট স্থায়ী এ সাক্ষাৎ পর্বে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আবদুস সামাদ আজাদ, কাজী জাফরউল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক ও শেখ হাসিনার রাজনৈতিক সচিব সাবের হোসেন চৌধুরী এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ আবুল হোসেন।

সাক্ষাৎ শেষে আবদুস সামাদ আজাদ ও কাজী জাফরউল্লাহ হোটেল লবিতে এক তাৎক্ষণিক প্রেস ব্রিফিংয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের বৈঠকের আলোচিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানান।

এ সময় আবদুস সামাদ আজাদ সাংবাদিকদের বলেন, দুনেত্রীর মধ্যে অনেক পুরোনো বন্ধুত্ব। তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কাজী জাফরউল্লাহ সাংবাদিকদের বলেন, দু'দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য কিভাবে বাড়ানো যায় তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা চাই দুদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো গভীর হোক এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক যেন আরো নিবিড় হয়।

কাজী জাফরউল্লাহ জানান, শ্রীলংকায় দীর্ঘদিনের গৃহযুদ্ধ শেষে দেশটি কিভাবে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যেতে পারে সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। দীর্ঘদিনের সমস্যা নিরসনের পর শ্রীলঙ্কার জনগণ যেন শান্তিতে থাকে সে বিষয়েও শেখ হাসিনা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সার্কের ভূমিকা জোরদার করার জন্যও দু'নেত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন। শেখ হাসিনা এ সময় শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টকে জানান যে, বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। একই সঙ্গে বিদেশী বিনিয়োগও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কাজী জাফরউল্লাহ জানান, দুনেত্রীর মধ্যে ইরাক সমস্যা ● শেষ পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৮

সার্কের ভূমিকা আরো জোরদার

● শেষের পাতার পর

নিয়ে তেমন একটা আলোচনা হয়নি। তবে দু'জনই যুদ্ধের বিপক্ষে এবং শান্তির পক্ষে তাদের অবস্থান ব্যক্ত করেছেন।

তিনি জানান, দু'নেত্রী সন্ত্রাস নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সন্ত্রাসকে পুরো বিশ্বের সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ সময় শেখ হাসিনা বলেন, সন্ত্রাস নির্মূলে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সমন্বয় থাকতে হবে।

শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট শেখ হাসিনাকে শ্রীলঙ্কা সফরের আমন্ত্রণ জানান। শেখ হাসিনা শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।